স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনিময় করলেন এমপি কামারুল আরেফীন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান, এমপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন। এসময় পারস্পরিক কুশল বিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এমপি কামারুল আরেফীন।

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ) কেএম টিপু সুলতান, ‘অতিরিক্ত উপপুলিশ মহাপরিদর্শক’ জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নেতা সুরঞ্জন ঘোষ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আমি জনগণের রায়ে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি – ইনু

জাসদ সভাপতি ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসন থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের হয়ে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাসানুল হক ইনু ভোটে পরাজিত হয়ে এই নির্বাচনকে “কারচুপি” বলে অভিহিত করেছেন।

ইনু বলেন, “আমি জনগণের রায়ে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি। আশা করি, এটা সবাই তদন্ত করে দেখবেন এবং প্রতিকার করবেন।”

মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরের পর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা জাসদ কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা শেষে

সাংবাদিকদের সামনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে হাসানুল হক ইনু বলেন, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সারা দেশে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে। এই মতের সাথে আমি একমত। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত যে কারচুপির ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এলাকা কুষ্টিয়া-২ পড়েছে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মস্তান বাহিনী ভোটের সাত দিন আগে থেকে যে আতঙ্ক চালাচ্ছে সেটাও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ভোটের দিন ১৬১ কেন্দ্রে মধ্যে অস্বাভাবিক ভোট প্রদার লক্ষ্য করা গেছে। যা কারচুপির মাধ্যমে করা হয়েছে। এ বিষয়ে বারবার প্রতিবাদ করার পরেও, কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাচনের কোনো রাজনৈতিক প্রভাব জোটে পড়বে না উল্লেখ করে জাসদ সভাপতি বলেন, “নির্বাচন নিয়ে জোটের শরিকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে। একই সঙ্গে জোটের প্রার্থীর এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী স্বতন্ত্র প্রার্থীর গুন্ডাবাহিনীর যে আক্রমণ, হুমকি-ধমকি অত্যাচার শুরু হয়েছে, এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তা না হলে জোটের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে না।”

তিনি আরও বলেন, ঢাকায় গিয়ে জোটের বৈঠকে কথা হবে। যেহেতু আমরা জোটের শরিক সেহেতু এলাকায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকা উচিত না। জোটের প্রার্থীর বিরদ্ধে অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিরোধিতা করেছে। এটা আমরা নজরে আনবো। এটা তাদের দলীয় বিশৃঙ্খলা, সমাধান করার আহ্বান জানাবো।

এ সময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে নৌকা প্রতীকে পরাজিত হয়েছেন ১৪ দলীয় মহাজোটের প্রার্থী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। তিনি পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

হাজারো নেতা-কর্মীদের ফুলে সিক্ত নব নির্বাচিত এমপি ‘কামারুল আরেফিন’

প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন।

মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর নিজ বাড়ী, মিরপুরের বাসভবন ও মিরপুরের উপজেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবি ও ব্যবসায়ী সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, উপজেলার সকল গ্রাম পুলিশসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা হাজার হাজার নেতা-কর্মী তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অনেকে ঢাক-ঢোলসহ মিছিল নিয়ে এসেছেন তাঁর সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করতে। জয়ের মালা পরাতে হাজার হাজার নেতা-কর্মী প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে তাঁর গলায় মালা পরিয়েছেন। অনেকে আবার আবেক আপ্লুত হয়ে কামারুল আরেফিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সাথে কোলাকোলি করছেন, কেউ পরাচ্ছেন ফুলের মালা, কেউ কেউ দিচ্ছেন ফুলের তোড়া।

এতে বিন্দু পরিমাণ ক্লান্ত নয় নব নির্বাচিত এমপি কামারুল আরেফিনের বরং তিনি সকলকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়ে তিনি বলেন, আজকের এই আনন্দঘন মুহুর্তটি আমার প্রতিটি নেতা-কর্মীর জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁরা নির্বাচনের সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি আমার প্রতিটি নেতা- কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন. আমি অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছি, এ অর্জন মিরপুর ও ভেড়ামারার মানুষের।

আমি একটি সুন্দর সুখী এই দুই উপজেলা গঠনে সকলের সহযোগিতা চাই। মিরপুর ভেড়ামারা উপজেলার দৃশ্যমান উন্নয়নে আমাকে যা যা করতে হয় আমি তা তা-ই করব। শুধু এ দুই উপজেলার মানুষ আমার পাশে থাকলেই হবে।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ৫০ বছরে এই আসনে আওয়ামী লীগের আমি এমপি হলাম এবং ৩২ বছর পর এ আসনের মিরপুর উপজেলা থেকে এমপি নির্বাচিত হলাম। ১৫ বছর ধরে এ আসনে হাসানুল হক ইনু এমপি থাকলেও এই দুই উপজেলায় তেমন কোন অবকাঠামোগত দৃশ্যমান উন্নয়ন করতে পারে নি। আমি একটি স্মার্ট আসন বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। আমার কোন নেতা- কর্মীকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেওয়া হবে না। যারা বিগত দিনে মানুষের প্রতি অত্যাচার অন্যায় করেছে তাদের দিন শেষ।

গেলো ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মনোনীত প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে ২৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয় কামারুল আরেফিন।

এদিকে দিনব্যাপী মিরপুর উপজেলায় কর্মযজ্ঞ শেষে ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র

প্রার্থীকে বিজয়ী করার ঘোষণা উপজেলা আ’ লীগের নেতাদের

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৪ দলীয় জোট প্রার্থী ও জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে সমর্থন না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

তাঁরা ইনুর নৌকা প্রতীকের বদলে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিনকে (ট্রাক প্রতীক) সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দেন।

মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলা নিয়ে গঠিত কুষ্টিয়া-২ আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি সদ্য উপজেলা পরিষদের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান। তিনি দেশসেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকেও পদক লাভ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং পৌরসভার কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ সময় জাসদের কর্মী-সমর্থক ও হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। তাই তাঁরা একাট্টা হয়ে মাঠে সরব থাকবেন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল হালিম বলেন, ১৫ বছর ১৪ দলের প্রার্থী হিসেবে এখানে হাসানুল হক ছিলেন। তবে আসন্ন নির্বাচনে কামারুল আরেফিন ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আছেন। তাঁরা দলের সবাইকে নিয়ে কামারুলকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় মিরপুর উপজেলার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ফোরামের সভাপতি, মালিহাদ ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আকরাম হোসেন বলেন, বর্তমানে তাঁদের যে সংসদ সদস্য আছেন, তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেন না। আওয়ামী লীগের কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। ১৫ বছরে কোনো উন্নয়ন হয়নি এ এলাকায়। তাই মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ কামারুল আরেফিনকে জেতাতে বদ্ধপরিকর।

আকরাম হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের মিরপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ফোরামের ১৩ চেয়ারম্যানের মধ্যে ১১ চেয়ারম্যান এখানে আছি। আমরা ১১ চেয়ারম্যান মিলে কামারুল আরেফিনকে জয়যুক্ত করেই ঘরে ফিরব ইনশাআল্লাহ। ’

কুষ্টিয়া -২ আসনে ট্রাক প্রতীকের গণসংযোগে ব্যস্ত কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া -২ (মিরপুর -ভেড়ামারা) আসনে ট্রাক প্রতীকে গণসংযোগ করছেন স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী , উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

আজ বৃহস্পতিবার ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে তিনি ট্রাক প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এ সময় ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কামারুল আরেফীন বলেন , দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা -কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে , এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। ’

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু , জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল মুকুল , ভেড়ামারা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আকরাম হোসেন শামীম , সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া , সিনিয়র সহ -সভাপতি আহাদুজ্জামান রানা , উপজেলা আ’লীগ, যুবলীগ , স্বেচ্ছাসেবকলীগ , শ্রমিকলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীনের পদত্যাগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুল আরেফিন।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এরআগে প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান রাখায় দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সম্মাননা লাভ করেন।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী দেয়নি। আসনটি এখনও ফাঁকা রাখা হয়েছে। ইনুকে ছাড় দেওয়ার জন্য আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। বিএনপি-জামায়াত না আসায় এবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ইনুকে ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে কামরুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এরপর বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা ছাড়াও জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কামারুল আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নির্বাচন করব এবং এ নির্বাচনে জয়লাভও করব, ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘কুষ্টিয়া-২ আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। যদি আমাকে দল

নৌকা দেয় তাহলে আমি দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করব। আর দল না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করব। আর সেজন্যই আজ পদত্যাগ করলাম। আমাদের দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হবে। তাই আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জনতার কাতারে চলে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই আসনে জাসদ নেতা ইনু সাহেব আওয়ামী লীগের ৮০ ভাগ ভোটের ওপর ভর করে বিগত তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছর উনার (ইনুর) ২০ ভাগ ভোট নিয়ে এবার নির্বাচন করতে হবে। তার সময় মিরপুর ভেড়ামারায় আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাই তাকে আর এমপি হিসেবে দেখতে চায় না। দুই উপজেলার নেতাকর্মীরা মুখিয়ে আছে আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের নেতা আমি, আমি জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই।’

গত তিনটি নির্বাচনে পর পর কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে তথ্যমন্ত্রী হন তিনি। পরপর তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা নিয়ে দলটির নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় নির্বাচিত হন ইনু।

মিরপুর ও ভেড়ামারায় কামারুল আরেফীনের বিশাল ভোট ব্যাংক রয়েছে। পরপর দুটি উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে: ইনু

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাসদ সভাপতি, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই

বাংলাদেশে রাজনীতি এখনও নিরাপদ নয়। সেই কারণে এখনও জোটের দরকার আছে। আমরা এখন পর্যন্ত জোটবদ্ধভাবে খুব শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের মাঠে আছি।

তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ জোট থাকুন আর না থাকুক, বিএনপি নির্বাচনে আসুক বা না আসুক, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। ওবায়দুল কাদের কি বলেছেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। এছাড়াও ওই চিঠিতে বলা আছে, প্রয়োজন হলে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকা শরিকদলের প্রার্থীরা ব্যবহার করতে পারবে।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলামের কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইনু এসব কথা বলেন।

এর আগে হাসানুল হক ইনু তার নির্বাচনী এলাকার ভেড়ামারা উপজেলায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডুর কাছেও মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় দুই উপজেলাতেই স্থানীয় জাসদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া-২ আসনে নৌকার মনোনয়ন কিনলেন কামারুল আরেফীন

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত শনিবার সকাল থেকেই মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এরই ধারাবাহিকতায় কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে প্রার্থী হতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন দেশসেরা উপজেলা চেয়ারম্যান মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

গতকাল রবিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে অবস্থিত আওয়ামী লীগের

কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন তিনি।

আর্তমানবতার সেবা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে সফল জননেতা হিসেবে উপজেলাবাসীর কাছে সমাদৃত তিনি।

কামারুল আরেফীন বলেন, ছাত্রজীবন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দীর্ঘদিন ধরে দলকে সুসংগঠিত করার পাশাপাশি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে আসছি। বিপদ-আপদে সব সময় এলাকাবাসী ও দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে ছিলাম। সাহায্য সহযোগীতা করছি গরিব দুঃখী, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। সেবার পরিধি বাড়াতে দলীয় নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর অনুরোধে এমপি হওয়ার লক্ষে কাজশুরু করেছি। আমার দৃঢ বিশ্বাস দল আমাকে মনোনয়ন দেবেন। শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, এমপি হতে পারলে অবেহেলিত মিরপুর উপজেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলেও উন্নয়নের সারথী হয়ে এই উপজেলাকে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কাজের সহযোগী হয়ে মিরপুর-ভেড়ামারাকে স্মার্ট আসন হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করতে চাই। এ কারণেই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। আমি বিশ্বাস করি দলের প্রতি আমার অবদানের কথা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মনোনয়ন দেবেন।’

তিনি আরও বলেন, ’প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকায় সাধারণ মানুষ আজ নানান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে। তাই আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনা সরকারের মনোনীত নৌকার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার অগ্রণী ভূমিকা আছে। আর বর্তমান দেশের উন্নয়নের গতিশীলতা জনগণের কাছে দৃশ্যমান। দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ জানান, কামারুল আরেফীন মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন সমাজ হিতৈষী সাদা মনের মানুষ। ধর্মীয় কাজ ও শিক্ষা বিস্তারে রয়েছে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন। মিরপুর ও

ভেড়ামারা দুইটি উপজেলা নিয়ে একটি আাসন। এই উপজেলার ভোটার সংখ্যা বেশি অথচ ভেড়ামারা উপজেলা ভোটারের সংখ্যা কম হলেও সেখান থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাই এবারে এই মিরপুর উপজেলা বাসী চান কামারুল আরেফীন এমপি হিসেবে নির্বাচিত হোক। শুধু তাই নয়, তিনি এমপি হলে অবহেলিত জনপথটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে বলেও জানান তারা।